বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৭৭-২৮৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

মুক্ত আলোচনা

আবুল বারকাত-এর
"বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে"
শীর্ষক গ্রন্থের ওপর 'একক আলোচনা (Sole Discussant Based)' ওয়েবিনারের প্রথম আয়োজন

একক আলোচক: মহিউদ্দিন খান আলমগীর

অনুষ্ঠান সঞ্চালক: এ জেড এম সালেহ্, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
আয়োজনে: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
তারিখ: ০৩ জুলাই, শনিবার ২০২১, বাংলাদেশ সময়: সন্ধ্যা ৭:৩০টা

পটভূমি

নজিরবিহীন মহামারি করোনাভাইরাসের দ্বিতীয়-তৃতীয় ঢেউয়ে আমাদের প্রিয় স্বদেশ আজ ভীষণভাবে বিপন্ন-অসহায়। পৃথিবীজুড়ে শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক মহামন্দা। এরই সাথে অতিমারির অনিশ্চিত প্রতাপ। বৈশ্বিক এই মহা দুঃসময়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি খুঁজছে **শোভন সমাজ, শোভন রাষ্ট্র, শোভন বিশ্বব্যবস্থা**। আর সে জন্যই আয়োজন ভার্চুয়াল আলোচনা—**"শোভন সমাজের সন্ধানে"**। এই আলোচনায়দেশ ও দেশের বাইরে থেকে Zoom, YouTube এবং Facebook-এ যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ভার্চুয়াল পরিমণ্ডলের এই একক আলোচনায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো—**"একটি শোভন সমাজ, শোভন সংস্কৃতি, শোভন জীবনবোধ, শোভন জীবনব্যবস্থা, শোভন অর্থনীতি, শোভন রাষ্ট্র বিনির্মাণেজ্ঞানভিত্তিক প্রভাবকের ভূমিকা পালন করা"**।

এই আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেদেশে-বিদেশে সাড়াজাগানো অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত রচিত ৬০৩+lvi পৃষ্ঠা সংবলিত **একটি মৌলিক গ্রন্থ—"বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে"**। অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তৃতীয় দফা নির্বাচিত সভাপতি। তাঁর দীর্ঘ চার দশকের জ্ঞানসাধনার ফসলএই গ্রন্থটিতে একটি স্বব্যাখ্যায়িত বিস্তৃত মুখবন্ধসহ আছে ১২টি অধ্যায়। বড় দাগে এসব অধ্যায়ে আছে: ১. শোভন সমাজের তত্ত্বকাঠামো; ২. প্রচলিত মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রের অপারগতা ও নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা; ৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনৈতিক অর্থনীতি; ৪. ধনী-দরিদ্র শ্রেণিবৈষম্য ও অসমতা; ৫. ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা,

মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ; ৬. বিশ্বায়নের স্বরূপ; ৭. দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সীমানা প্রসঙ্গ; ৮. কভিড-১৯ এ ক্ষতির বিশ্লেষণ; ৯. শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণের মডেল; ১০. সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক অর্থনীতি; ১১. কেমন হওয়া উচিত শোভন সমাজ বিনির্মাণের জাতীয় বাজেট? এবং ১২. উপসংহার।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্প্রতি ঐতিহাসিক এই গবেষণাগ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোনামকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে ১৩ সিরিজের ওয়েবিনার সম্পন্ন করেছে। দীর্ঘ চার মাসের ওই আয়োজনে দেশ ও বিদেশ থেকে আলোচক হিসেবে ছিলেন অর্ধশতাধিক অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, আইন বিশারদ, ভাষাবিজ্ঞানী, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শিক্ষক, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ, সুশীলসমাজ প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিত্ব। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে Zoom, YouTube এবং Facebook-এ কয়েক সহস্রাধিক শ্রোতা-দর্শকও এতে অংশ নিয়েছিলেন। মননশীল জ্ঞানবিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনার সিরিজের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় দর্শক-শ্রোতাদের অনেকেই ছিলেন অতৃপ্ত। তাদের অনুরোধে অর্থনীতি সমিতি সমগ্র গ্রন্থের ওপর একক আলোচনার নতুন এই কার্যক্রমের সূচনা করেছে। তিন পর্বভিত্তিক ৯০ মিনিটের এই আলোচনার প্রথম ৩০ মিনিট গ্রন্থের ওপর আলোচকের বিশ্লেষণী বক্তব্য। দ্বিতীয় ৩০ মিনিট আলোচকের কাছে শ্রোতা-দর্শকদের প্রশ্ন এবং শেষ ৩০ মিনিট আলোচকের উত্তর প্রদান পর্ব। এই ওয়েবিনারে একক আলোচক হিসেবে সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব **ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর**।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহিউদ্দিন খান আলমগীর ১৯৯১-৯২ সময়কালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৬২ থেকে সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকতা করেন। পরে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর পদেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তিতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্য।

বক্তব্যের চুম্বক অংশ

- পুঁজিবাদ যে অসভ্য-বর্বর সে ব্যাপারে আমি ড. আবুল বারকাতের সঙ্গে একমত।
- ইতিমধ্যে মানবসমাজ যা অর্জন করেছে, তা দুমড়ে-মুচড়ে দূরে সরিয়ে বিপরীতাত্মক শোভন সমাজ সৃষ্টি করা কতটুকু সম্ভব কিংবা মানবকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা নিরিখকরণে ড. বারকাত যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রূপরেখা এই গ্রন্থে দিয়েছেন, বর্তমান বাস্তবতায় তা ঘটানো, অনুসরণ এমনকি সঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। ২০০ বছর ধরে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তা স্থান বা স্তরবিশেষে সংস্কারের দাবি রাখে, কিন্তু উপড়ে ফেলে দেয়ার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করে না।

- সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ে ড. বারকাতের চিন্তা ও কথা তাঁকে প্রশংসনীয় মাত্রায় একজন সাহসী চিন্তাবিদের পরিচিতিতে উদ্ভাসিত করেছে।
- ড. আবুল বারকাত তাঁর গ্রন্থে যে ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের গত ৫০ বছরের ইতিহাসে তার সমতুল্য বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে উপস্থাপিত হয়নি। তিনি বাংলাদেশের গত ৫০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের সামনে হাজির করেছেন।
- প্রথাগত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের পাঠ থেকে তাঁর বিশ্লেষণ ও বিধানপত্র নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং আমাদের প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানের অনুশাসন থেকে সাহসিক মাত্রায় ভিন্নতর।
- মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রে কভিড-১৯ এর সমাধান নেই, সেটা সত্যি। তবে আংশিক পথ দেখানো হয়েছে। সবকিছু এখানে থাকবে, সেটা আশা করা তো ঠিক না।
- ড. বারকাত যেসব বিষয় আমাদের জন্য গ্রহণীয় বলে প্রস্তাব করেছেন, সেগুলো যদি আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করি, তাহলে তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে।
- প্রথাগতভাবে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে কিংবা সরবরাহ বাড়লে দাম কমবে—এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।
- ড. বারকাতের এই গ্রন্থের অভিজ্ঞানের আলোকে আমাদের তরফ থেকে যা যা করণীয়, তা যদি আমরা করি—সেক্ষেত্রে একটি উন্নত সমাজ গঠন করা সহজ হবে।
- অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থার সংস্কারের যে প্রস্তাব ড. বারকাত করেছেন, সেসব প্রস্তাব আমরা ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করে যাব। তবে যে ব্যবস্থা আমাদের ইতিবাচক ফল দিয়েছে, সেগুলো উপড়ে ফেলে দেব—সেটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।
- ড. বারকাত আমাদের ধাক্কা মেরেছেন। ইতিমধ্যে যা করণীয় ছিল, তা যে আমরা করিনি—তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ জন্য তাঁকে আমরা স্বাগত জানাই।
- গত বছরের বাজেটের তুলনায় এ বছরের ঘোষিত বাজেটে ড. বারকাতের প্রস্তাব বেশি গ্রহণ করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি।
- ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা নিশ্চিতভাবে হচ্ছে।
- ড. বারকাত তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে আমরা যে অসম সমাজব্যবস্থায় বাস করি, সেখানেই এই করব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছে। এটি নিশ্চিতভাবেই সত্যি। তবে একে উপড়ে না ফেলে সংস্কার করতে হবে।
- ড. বারকাতের এই গ্রন্থ আমাদের সাহস বাড়িয়েছে।
- হ্যাঁ, বাংলাদেশ এখন বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের দেশ।
- হ্যাঁ, কেবল নির্বিচার প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দিলে দারিদ্র্য কমবে না।
- যে প্রণোদনা সরকার দিয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে দরিদ্রদের পুরোপুরি সহায়তা করছে না।
- আয় বৈষম্য প্রকট হলে তা নিরাপত্তার প্রতিকূল হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে একমত।

মহিউদ্দিন খান আলমগীর-এর উপস্থাপনা

ধন্যবাদ সঞ্চালক। সবার প্রতি রইল একরাশ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত আমাদের বাংলাদেশের সামনের সারির বরেণ্য অর্থনীতিবিদ। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'বড় পর্দায় সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে' সকল সুধীজনকে ভাবিয়ে তোলার খোরাক দিয়েছে। সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও কথা তাঁকে প্রশংসনীয় মাত্রায় একজন সাহসী চিন্তাবিদের পরিচিতিতে উদ্ভাসিত করেছে। ড. বারকাত এসব বিষয়ে তাঁর গভীর ও ব্যাপ্ত চিন্তাসমূহ একীভূত করেছেন 'শোভন সমাজের সাধারণ তত্ত্ব'-এর অবয়বে। বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি তাঁর তত্ত্ব সামগ্রিকভাবে পুরো বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে তিনি বিদ্যমান পুঁজিবাদকে শোষণ, লালসা, ব্যক্তিস্বার্থ ও মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থা বা সিস্টেম বলে বিশেষায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সিস্টেম (১) গণতন্ত্রবিরোধী, (২) অসভ্য-বর্বর, (৩) অদক্ষ ও জাতীয়সম্পদ অপচয়কারী ও (৪) জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশবিরোধী। গণতন্ত্রবিরোধী এই সিস্টেমে উৎপাদনের ৯৯% উৎপাদনকৃত পণ্যসামগ্রী বা সেবার মালিক হন পুঁজির মালিক, আর ১ শতাংশ প্রযুক্ত হয় ৯৯ শতাংশ শ্রমিকের অনুকূলে বা তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। পুঁজিবাদ বর্বর-অসভ্য এই কারণে যে, মুষ্টিমেয় পুঁজির মালিকেরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় সাধারণ জনগণের স্বার্থবিরোধী সকল দুষ্কর্ম করে থাকেন। পুঁজিবাদ যে অসভ্য-বর্বর সে ব্যাপার আমি ড. আবুল বারকাতের সঙ্গে একমত। সকল জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে প্রযুক্ত হওয়ার বিকল্পে মুষ্টিমেয়রা উপযোগ, সম্পদ ও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী পান বা ব্যবহার করেন বলে পুঁজিবাদ জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ঘটায় এবং উৎপাদন ও সেবার ক্ষেত্রে সম্পদ অপচয় করে। মুনাফার আয় প্রবাহ ইতিমধ্যে উৎপাদনে প্রযুক্ত প্রযুক্তি অপরিবর্তিত রাখার অভিলাষে পুঁজিবাদ নিত্যনতুন উদ্ভাবন কিংবা সে উদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশকে ব্যাহত করে। সুতরাং তাঁর মতে, এ সিস্টেমকে বিকল্পায়িত করতে হবে তিনটি মৌল উপাদানভিত্তিক শোভন সমাজব্যবস্থা দিয়ে।

ড. বারকাত বলেছেন, এই তিনটি উপাদান পরস্পরসম্পর্কিত ও পরস্পরনির্ভরশীল বৃহৎবর্গীয় ভিত্তিবিশিষ্ট। এর প্রথমটি হলো সামাজিক ভিত্তি উপাদান, যার মূল অভীষ্ট হলো—আলোকিত মানুষ-জ্ঞানসমৃদ্ধ মুক্তচিন্তার সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সংহতিসমৃদ্ধ, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা ও অপসংস্কৃতিমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিশীল মানুষ কর্তৃক সমাজ পরিচালন। দ্বিতীয়টি হলো, অর্থনৈতিক ভিত্তি- উপাদান—যার অভীষ্ট হলো সাধারণের বৈষম্য থেকে মুক্তি। এই অর্জনে প্রকৃতিসৃষ্ট সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হবে জনগণের তরফ থেকে রাষ্ট্রের, মানুষের সৃষ্ট সকল উৎপাদনের উপায়ের মালিক হবেন জনগণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া সব ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শেয়ারবাজারের বিলুপ্তি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণির মূলোৎপাটন। আর তৃতীয়টি হবে রাজনৈতিক ভিত্তি উপাদান, যেখানে রাষ্ট্র হবে নিপীড়নবিহীন সার্বভৌম জনগণের রাষ্ট্র—গণতন্ত্র হবে প্রকৃত অর্থের জনগণের গণতন্ত্র, প্রভুহীন গণবিরোধী আমলাতন্ত্রবিহীন স্বাধীন মানুষের স্থানীয় সমাজ পরিচালিত নাগরিক শাসন এবং দেশরক্ষা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত হবেন সাধারণ জনগণ।

ড. বারকাতের মতে, এসব পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকে দেখতে হবে বড় পর্দায়। তাঁর ভাষায়, "মানুষকে দেখতে হবে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। কিন্তু উল্টোটাই এতকাল আমাদের ভাবনাজগৎ ও কর্মকাণ্ডজগতে নিয়ামক-নির্ধারক ছিল। সে কারণেই কোনো 'শোভন' সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র

বিনির্মিত হয়নি। শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন রাষ্ট্র হলো শেষ বিচারে প্রকৃতির প্রতি অনুগত থেকে বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও উচ্চ নীতিনৈতিকতাসম্পন্ন আলোকিত মানুষের জীবনব্যবস্থা। এসব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একবিংশ শতকের এই সময়ে 'সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র' ত্রিমাত্রিক বিপর্যয়ের শিকার—আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং-পরজীবী-লুটেরা পুঁজির নিরঙ্কুশ আধিপত্যে শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতার নিরন্তর ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-পুনরুৎপাদন, যা অর্থনীতিতে অবশ্যম্ভাবী করেছে গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি মহামন্দা (প্রথম বিপর্যয়), আর্থিকীকরণকৃত পুঁজিবাদ ক্ষমতাকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছেদিত করেছে, অর্থাৎ রাজনীতি-সরকার থেকে ক্ষমতা অভিবাসিত হয়েছে (দ্বিতীয় বিপর্যয়), আর একই সময়ে ভাইরাসের (আপাতত কোভিড-১৯) কারণে বিশ্বব্যাপী মানুষ হয়েছে গৃহবন্দী-আতঙ্কিত-বিষণ্ন-অবসাদগ্রস্ত মানসিকভাবে চরম বিপন্ন-হতাশ-নিরাশ (তৃতীয় বিপর্যয়)। এই তিন বিপর্যয়ের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এমন অবস্থা, যখন বড় পর্দায় প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য-আস্থা-সম্মানভিত্তিক নতুন এক জীবনব্যবস্থা 'শোভন সমাজব্যবস্থা'-উদ্দিষ্ট আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ সময়ের দাবি। এ পথে হাঁটা ছাড়া চলমান অশোভন পৃথিবীকে শোভন পৃথিবীতে রূপান্তরের বিকল্প কোনো পথ নেই। পথটা দেখাবে 'শোভন রাজনীতি'।" ড. বারকাতের মতে, এটাই 'শোভন সমাজব্যবস্থার সাধারণ তত্ত্ব'। তাঁর এই ভাষ্য পাঠককে মনে করিয়ে দেয় সমাজ বিবর্তনের অষ্টাদশ শতাব্দীর মার্কসীয় তত্ত্ব এবং মুদ্রা, সুদ ও কর্মসংস্থানের বিংশ শতাব্দীর কেইনসীয় সমাধান।

আমার দৃষ্টিতে (ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর), গত ১০০ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ সমাজতন্ত্রের কতিপয় জনসমর্থিত উপাদান গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়েছে। এরূপ প্রচেষ্টা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বিস্তারের মাধ্যমে সুযোগের সমতা সৃষ্টি করেছে, সামাজিক কুশলতা ও নিরাপত্তার পরিধি বাড়িয়েছে এবং নিপুণতর উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের লভ্যতা সৃষ্টি করেছে। তেমনি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ তার অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিবর্গের সন্দীপনের ভূমিকা স্বীকার করে সামাজিক সেবাসমূহ ব্যাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিল্প ও অর্থযোগ সংগঠন সৃজন করছে। এই প্রক্রিয়ায় স্ক্যান্ডেনিভিয়ান দেশসমূহ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের উৎপাদনশীল মিশ্রণ গ্রহণ করে সমাজ থেকে অভাব অনটন দূর করার লক্ষ্যে পরিশ্রম, মেধা ও উদ্যমের সৃজনশীল ভূমিকা সৃষ্টি ও রক্ষণ করে চলেছে। অনুরূপভাবে উত্তর গোলার্ধের আইসল্যান্ড ও দক্ষিণ গোলার্ধের নিউজিল্যান্ড পরিমিত ধনতন্ত্রে সামাজিক প্রতিরক্ষণ ও সন্দীপন বিকশিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে মানবসমাজ যা অর্জন করেছে, তা দুমড়ে-মুচড়ে দূরে সরিয়ে বিপরীতাত্মক শোভন সমাজ সৃষ্টি করা কতটুকু সম্ভব কিংবা মানবকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা নিরিখকরণে ড. বারকাত যে বিপ্লবের রূপরেখা এই বইয়ে দিয়েছেন, তা ঘটানো কিংবা অনুসরণ করা সম্ভব ও এমনকি সঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। ২০০ বছর ধরে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তা স্থান বা স্তরবিশেষে সংস্কারের দাবি রাখে, কিন্তু উপড়ে ফেলে দেওয়ার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করে না।

ড. বারকাতের প্রস্তাবনার বিপরীতে উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি না যে, দেশরক্ষার ভার পেশাদার পারদর্শী বাহিনী বিলুপ্ত করে জনগণের ওপর অর্পিত করা কার্যকরণ সূত্র অনুযায়ী গ্রহণীয় হবে। যেমন এও বলা যায় না যে, প্রশিক্ষিত আমলা নিযুক্ত বা প্রয়োগ না করে স্থানীয় সমাজ উৎসারিত প্রযুক্তি বা মনোযোগের ভিত্তিতে আমরা সমকালের বহু কাজ ও সামাজিক কুশলে নিযুক্তীয় আমলাতন্ত্র উঠিয়ে দিতে পারব। কিংবা সমাজে উৎপাদনবর্ধক বা সহায়ক সন্দীপনীয় শক্তিসম্পদের সমমালিকানা দিয়ে সৃষ্টি

কিংবা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। সমাজের সঞ্চয়কারীর অর্থ ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগকারী বা উদ্যোগীর অনুকূলে সঞ্চালিত করার সমকালীন যে ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থা কার্যশীল, তা উঠিয়ে দিয়ে সঞ্চয় ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করি।

এসব বলার পরও ড. বারকাতকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি বলিষ্ঠভাবে বড় পর্দায় সমকালীন সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো সামনে নিয়ে এসেছেন। একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ ও জ্ঞানতাপস সমাজে এসব ত্রুটি দ্রুত দূর করা, উৎপাদনের নতুনতর ক্ষেত্র শনাক্ত এবং সুযোগের সমতা বিস্তৃত করা এবং সমাজ ব্যবস্থাপনায় সমতা ও মানবতাবোধকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ ও ব্যবহার করার পথে ড. বারকাত আমাদের তাঁর ভাষা, উপলব্ধি ও আনুগত্যবোধ দিয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন সন্দেহ নেই এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশের বড় পর্দার সংস্কারের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্রত্ব, ফ্যাসিবাদ, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ, আধিপত্যবাদ, ধর্মভিত্তিক বর্ণবাদ শোভন রাষ্ট্র বিনির্মাণের মারাত্মক প্রতিপক্ষ ও প্রতিবন্ধক। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ার লক্ষ্যে ও অনুকূলে তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য কিংবা সামাজিক বৈষম্য কমায় না, দারিদ্র্য অলসতা কিংবা উদ্যোগের অপ্রতুলতায় সৃষ্টি হয় না, চাহিদা বাড়লেই দাম বাড়ে না কিংবা সরবরাহ বাড়লেই দাম কমে না, উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেই মূল্যস্ফীতি ঘটে না, টাকা ছাপলেই মূল্যস্ফীতি দেখা দেয় না। তিনি বলেছেন, আমাদের সমাজে সামাজিক প্রতিরক্ষণ বিস্তৃত না করে আমরা প্রবৃদ্ধির সুফল সকল ঘরে পৌঁছাতে বা নিশ্চিত করতে সক্ষম হব না।

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ড. বারকাত বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বিষয়ে পাঁচটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। (১) কর্মসংস্থানের ব্যাপ্তি বাড়ানোর বিবেচনায় প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক ১.০১ শতাংশ থেকে ১.৯৯ শতাংশে সীমিত রাখা, (২) কর্মসংস্থানের হার ৯১ শতাংশ থেকে ৯৫ শতাংশে বাড়ানো, (৩) প্রবৃদ্ধির জন্যই প্রবৃদ্ধি অর্জন বা অনুসরণ না করা, (৪) আর্থসামাজিক বৈষম্য কমানো এবং (৫) সংবিধান অনুযায়ী সম্মানজনক কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ। তিনি বলেছেন, আর্থসামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে এই পাঁচটি প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করতে হবে (বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, আবুল বারকাত, পৃ. ২৪৩-২৪৪)।

তিনি বলেছেন, সমাজ থেকে আয় বৈষম্য, সম্পদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্য বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে এবং প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে দূর করতে হবে। তাঁর প্রস্তাবে দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের অধিকতর উন্নয়ন, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, পাহাড়ি ও সীমান্ত এলাকা, আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, জেলে, বেদেদের দ্রুততর উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ থাকা অভিপ্রেত। এর সঙ্গে কৃষিপণ্যের বিনিময় হার দেশের শিল্পপণ্যের তুলনায় কৃষির প্রতিকূল যাতে না হয়, তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ অনুযায়ী বর্গাস্বত্ব আইন দ্রুত সংস্কার ও বাস্তবায়ন করা জরুরি বলে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এলাকা ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে নারী-পুরুষের সম-উত্তরাধিকারসহ আইন প্রণয়ন করার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণে শিক্ষাকে ব্যয় হিসেবে না দেখে মানুষ ও সমতা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। তাঁর মতে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে দ্রুততার সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় রূপান্তরিত করতে হবে এবং মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের চারণভূমির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর মতে, স্বাস্থ্য খাতকে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিবেচনা করে, এই খাতে বিনিয়োগ ব্যয় কমপক্ষে পাঁচ গুণ বাড়ানো সমীচীন হবে। ড. বারকাতের মতে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নব্য উদারবাদী মনোভাব ও কার্যক্রম

বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী উদ্যোগে দেশজ কৃষিভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং ভারী শিল্পের দিকে অগ্রসর হতে হবে। গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চায় বরাদ্দকে ব্যয় বিবেচনা না করে বিনিয়োগ হিসেবে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বাজেটকে জনকল্যাণমূলক করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ক্ষেত্রে বাজেটের ১২ শতাংশ এবং গৃহায়ণ খাতে ৪ শতাংশ বরাদ্দকরণ লক্ষ্যানুগ হবে। ড. বারকাতের প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকল্যাণ খাতে মোট বরাদ্দ বাজেটের সমকালীন ২৭ শতাংশ থেকে প্রায় ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। বাংলাদেশের সমকালীন কোভিড-১৯ উৎসারিত বিপর্যয়ের শিকার বিত্তহীন ও মধ্যবিত্তের জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর কর্মপ্রচেষ্টার নিরিখে ড. বারকাতের এ ধরনের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অবশ্যই প্রণিধান ও গ্রহণযোগ্য।

বড় পর্দায় সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র শীর্ষক বইয়ে গ্রন্থিত ড. বারকাতের উপরোক্ত সংস্কার ও পরিবর্তন প্রস্তাবসমূহ ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করে যথাসম্ভব পরিবর্তন ও সংস্কার আনলে দেশ ও সমাজ উন্নততর এবং প্রবৃদ্ধি দ্রুততর ও সাম্যধর্মী হবে বলে বলা চলে। প্রথাগত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের পাঠ থেকে তাঁর বিশ্লেষণ ও বিধানপত্র নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং আমাদের প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানের অনুশাসন থেকে সাহসিক মাত্রায় ভিন্নতর। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থাপনার সাহসী বিশ্লেষক ও প্রতিষ্ঠিত সমালোচক সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক নোয়াম চমস্কি এ জন্যই তাঁকে এই বই উপস্থাপনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। ড. বারকাতের বিশ্লেষণ ও মত অনুযায়ী সরকারের সমকালীন উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রমে ক্রমান্বয়ে সংস্কার আনলে তা জনহিতকর ও কুশলধর্মী হবে বলে সমর্থন করা যায়। বড় পর্দায় ড. বারকাত যে ধরনের ভিন্নতর, জনকুশলধর্মী ও সাহসী বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেছেন, সে জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

শ্রোতা-দর্শকদের প্রশ্ন এবং মহিউদ্দিন খান আলমগীর-এর উত্তর

আজকে অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের 'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে' শীর্ষক গ্রন্থের আলোকে প্রথম পর্বে আমি যে সারমর্ম উপস্থাপন করেছি, সে সম্পর্কে প্রশ্নকারীরা ভিন্নতর ব্যাখ্যা দাবি করেছেন। অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের এই জিজ্ঞাসা ও উৎসাহকে আমি স্বাগত জানাই এবং উৎসাহ গড়ে তোলার কার্যকরণ সৃষ্টির প্রবর্তক ড. আবুল বারকাতকে সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।

- *দেশে বৈষম্যের তীব্র বিস্তার ঘটছে।*

  ম. খা. আলমগীর: হ্যাঁ, দেশে বৈষম্য আছে এবং সেই বৈষম্য দূর করার জন্যই কিন্তু আজকে এই আলোচনা। বৈষম্য দূরীকরণের জন্যই ড. আবুল বারকাত তাঁর তরফ থেকে যা জোরেশোরে বলা প্রয়োজন, নির্ভয়ে বলা প্রয়োজন তা তিনি বলেছেন। আমরা সবাই যদি অর্থাৎ অর্থনীতির যারা ছাত্র, শিক্ষক কিংবা আমরা যারা ব্যবহারবিদ, তারা যদি বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন থাকি, তাহলে নিশ্চিতভাবে জনকল্যাণে এই বৈষম্য দূর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন আমাদের তরফ থেকে, সেসব পদক্ষেপ শনাক্ত করতে সক্ষম হব।

- *পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকের শ্রমে রপ্তানি আয়ের ৪১ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তান সরাসরি আত্মসাৎ করত।*

ম. খা. আলমগীর: তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আয়কৃত বা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা এ দেশে ব্যবহৃত হয়নি, সঞ্চারিত হয়নি। সেসব মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে, যেটা বৈষম্যের নামান্তর বলে আমরা মনে করি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা এর যে তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং ভিত্তি তা পৃথিবীর কাছে উপস্থাপন করেছি, যেখানে এই তথ্যগুলো সন্নিবেশিত আছে।

- *প্রণোদনা প্যাকেজের ১ পয়সাও ধনীদের নগদ অর্থে দেওয়া উচিত না।*

ম. খা. আলমগীর: এ ব্যাপারে আমি মনে করি, এই সংখ্যাটা অত বেশি হবে না বলে আমরা নিশ্চিত। তবে হ্যাঁ, যে বৈষম্যের কথা এখানে পরিস্ফূটিত হয়েছে, সেই বৈষম্য যাতে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত হতে না পারে এবং ইতিমধ্যে যা উদ্ভূত হয়েছে, তা যেন যথাযথভাবে নিচে নামিয়ে আনতে পারি, সে জন্য আমাদের সবাইকে সচেতন ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

- *মানুষের স্বাস্থ্য এখন জিম্মি।*

ম. খা. আলমগীর: স্বাস্থ্যব্যবস্থা কতিপয় লোকের হাতে জিম্মি হয়ে আছে—এমনটা আমি মনে করি না। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় যে নিপুণতার অভাব আছে, সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কতিপয় লোকের হাতে চলে গেছে সেটা বলা ঠিক হবে না। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে গড়ে প্রতি ১৫ হাজার লোকের জন্য একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে কিংবা করার শেষ পর্যায়ে আছে। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেগুলো আমরা স্থাপন করছি সাধারণ মানুষের জন্য, তা যদি সুচারুভাবে পরিচালিত করতে পারি, তাহলে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে আমাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, তা এই মাত্রায় উত্থাপিত হবে না।

- *আয়-ধন-স্বাস্থ্য-শিক্ষা বৈষম্য ক্রমাগত বাড়তে থাকলে নিরাপত্তার হুমকিতে পড়ে ।*

ম. খা. আলমগীর: আয় বৈষম্য প্রকট হলে তা আমাদের নিরাপত্তার প্রতিকূল। হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে একমত। আয় বৈষম্য প্রকট হলে তা মানুষের নিরাপত্তার প্রতিকূলে যায়, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। এখানে উপস্থিত সবাই এবং ড. আবুল বারকাত যাঁরা এ ব্যাপারে জোর দিয়ে বারবার বলছেন, তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই। এই উৎসাহ যদি অব্যাহত থাকে, তবে আমি নিশ্চিত এক্ষেত্রেআমরা যে অপূর্ণাঙ্গতা লক্ষ করছি, তা সফলভাবে দূর করতে সক্ষম হব।

- *কালো টাকা সাদা নীতিগতভাবে কতটা সমর্থনযোগ্য?*

ম. খা. আলমগীর: হ্যাঁ। বাজেটে গত বছর যারা যে আয় করেছেন তার যে অংশ তারা আয়করের আওতায় আনার প্রস্তাব করেননি বা উপস্থাপন করেননি, তারা ১০ শতাংশ কর দিয়ে তা আয়করের আওতায় আনতে পারবেন—এটা নীতিগতভাবে সবাই আমরা সমর্থন

করব, সেটা আমি আশা করছি না। তবে এখানে পরিচালন দৃষ্টিতে আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমরা গত প্রায় ১০ বছর ধরে এমনকি তারও আগে থেকে এ ধরনের অপ্রদর্শিত আয়কে প্রদর্শিত করার ক্ষেত্রে সন্দীপনীয় শর্ত আয়কর আইনে এনেছি। তথাপি কিছু সফলতা এসেছে, সার্বিক সফলতা আসেনি। এখানে যে কথাটি পরিচালন ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ১০ শতাংশ জরিমানা দিয়েও একবার যদি তা প্রদর্শন করেনই, তাহলে কিন্তু তিনি আয়করের জালে আটকে গেলেন। পরবর্তী বছর তাকে পূর্ণাঙ্গ আয়কর দিতে হবে। যেখানে আমাদের সামাজিক অথবা প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে সকল অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শন করতে সক্ষম নই, সেখানে একবার প্রদর্শন করার সুযোগ দিয়ে তাদের সবাইকে যদি পরবর্তী বছরগুলোর জন্য আয়করের বেড়াজালে আবদ্ধ করা যায়, তাহলে সেটা সামাজিকভাবে আমাদের সবার জন্য লাভজনক হবে বলে মনে করি।

- *অনুৎপাদনশীল আর্থিকীকরণকৃত-রেন্টসিকিং পুঁজি সব খেয়ে ফেলছে। সরকারের লক্ষ-কোটি টাকা প্রণোদনার কতটুকু দরিদ্র জনগণ পাচ্ছেন?*

ম. খা. আলমগীর: মহামন্দা দূর করার জন্য যে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে দরিদ্রদের পুরোপুরি সহায়তা করছে না। তবু আমাদের মনে রাখা দরকার, এই প্রণোদনার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে যদি আমরা বাঁচাতে পারি, প্রসারিত করতে পারি এবং সেখানে যদি কর্মসংস্থানের মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে বা বাড়ে, তাহলে এটা জনস্বার্থে প্রযোজ্য হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

- *যত বেশি প্রবৃদ্ধি তত বেশি বহুমাত্রিক দারিদ্র্য। ৭০-৮০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ফল ১-২ শতাংশ ধনীর হাতে।*

ম. খা. আলমগীর: এটা ঠিক এভাবে বলা বা গ্রহণ করা আমার মনে হয় ঠিক নয়। ঠিক নয় এ জন্য যে, আমরা বলতে চাচ্ছি যে কেবল নির্বিচার প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দিলে দারিদ্র্য কমবে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রবৃদ্ধিকে বাদ দিয়ে আমরা দারিদ্র্য কমিয়ে রাখতে পারব। মনে রাখতে হবে, আমরা সবকিছু বিতরণ করতে পারি; কিন্তু দারিদ্র্য বিতরণ করা সম্ভব নয়।

- *বাংলাদেশ এখন বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের দেশ।*

ম. খা. আলমগীর: হ্যাঁ, আমাদের এই অসমতা দূর করতে হবে। কারণ, স্রষ্টার সৃষ্টির সকল মানুষকে সমান মনে করে সবার জন্য উপরে ওঠার সিঁড়ি উন্মোচিত রাখতে হবে। সবার উপড়ে ওঠার সিঁড়ি যদি উন্মোচিত রাখি, তাহলে সত্যি একটা চলিষ্ণু এবং প্রগতিশীল অর্থ ও সমাজব্যবস্থা আমরা অন্তবর্তীকালীন এই সময়ে সৃজন করতে সক্ষম হব বলে আমি বিশ্বাস করি।

- *কৃষি থেকে শিল্প উন্নয়ন বাদ দিয়ে সেবা পর্যায়ে আমরা উৎপাদনক্ষমতা সৃজন করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছি।*

ম. খা. আলমগীর: আমার মনে হয়, এই কথাটা বোধহয় সঠিক নয়। এটা ঠিক যে আমরা শিল্পকে অনেক অবহেলা করেছি। কিন্তু শিল্পকে বাদ দিয়ে চট করে আমরা সেবাতে চলে

যাব; তার ভিত্তি তো আমাদের পেতে হবে, যা পেতে হলে কৃষির পর শিল্প এবং শিল্পের পর আমাদের সেবায় যেতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, কৃষি-শিল্প-সেবা প্রায় একযোগে, সম্মিলিতভাবে সব মানুষের প্রচেষ্টার হৃদয় হিসেবে আমাদের গ্রহণ ও ব্যবহার করতে হবে।

- *বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের লোকজন প্রায়ই বাংলাদেশে কেন আসে, এতে আমাদের কী উপকার?*

ম. খা. আলমগীর: সব ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নেতিবাচক নয়। দু-এক ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক হতে পারে। মনে রাখা দরকার, আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক আমাদের উপদেশ দেয়, তবে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়নি। তাদের উপদেশ ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে যদি আমাদের তরফ থেকে প্রণীত অর্থনৈতিক প্রস্তাবগুলো পরিশীলিত করতে পারি, তাহলে সবার জন্য মঙ্গলকর হবে। গত সপ্তাহে বিশ্বব্যাংক কভিড-১৯ অতিমারির জন্য যে সহায়তা দিয়েছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। সব ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক যে খারাপ কাজ করে সেটা বলা ঠিক হবে না। ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটটন উডস্ চুক্তি অনুযায়ী যে প্রতিষ্ঠানগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলো তাদের সীমাবদ্ধতার পরও এই পৃথিবীতে বাণিজ্য সম্প্রসারণে এবং আর্থিক বিনিয়োগবর্ধনে মোটামুটি ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে বলে আমরা বলতে পারি। আমরা যতটুকু ফল পেয়েছি, এদের অবর্তমানে ততটুকু ফল অর্জন করতে সক্ষম হতাম না।

- *মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রে কভিড-১৯ এর সমাধান নেই।*

ম. খা. আলমগীর: নাই। আংশিকভাবে পথ তো দেখানো আছে। সবকিছু এখানে থাকবে, সেটা আশা করা তো ঠিক না। কভিড-১৯ এর সমাধান দুই পর্যায়ে-প্রথমত, চিকিৎসাভিত্তিক অর্থাৎ প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা প্রয়োগের জন্য যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দুই ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করতে হবে।

- *শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ বাড়াতে হবে।*

ম. খা. আলমগীর: অবশ্যই শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে এখন ৫-১২ বয়সের সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে। ১০৬টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার প্রায় ৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর সাথে সব ক্ষেত্রে যদি আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গুণগত উৎকর্ষ বাড়াতে চাই, তাহলে নিশ্চিতভাবে শিক্ষাকে আমাদের উন্নয়নের বড় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার ওপর আমরা যত বেশি জোর দেব, আমাদের জন্য তত বেশি মঙ্গলজনক হবে।

- *শতকরা ৩৫ ভাগ এফডিএ বা সেকেন্ড রাউন্ড বেইল আউট।*

ম. খা. আলমগীর: আমরা আমাদের সঞ্চয় বা বিনিময়যোগ্য যে সম্পদ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি, আমাদের জাতীয় আয়ের ৩৫ শতাংশ ব্যবহারের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করেছি। এটা আমাদের জন্য মোটামুটিভাবে প্রচেষ্টার জন্য ভালো হবে। এক্ষেত্রে ড. বারকাত যেসব সংস্কার প্রস্তাব আমাদের দিয়েছেন, আমরা সম্পন্ন না করে সেটা করতে পারব না। আর ২৫ লক্ষ কর্মসৃজন করার কথা যেটা বলেছেন, আমি সে ব্যাপারে

একমত। বিদেশি বিনিয়োগ আমাদের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের চেয়ে কম হবে। গত বছরও কম হয়েছে। বিদেশি বিনিযোগ আমরা সব ক্ষেত্রে গ্রহণ করি না। বিদেশি বিনিয়োগের প্রতি আমাদের যে নির্ভরশীলতা, সেটা আমরা সৌভাগ্যবশত কমাতে সক্ষম হয়েছি।

- *অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের গ্রন্থের মূল্যায়ন।*

ম. খা. আলমগীর: এ প্রসঙ্গে আমি বলত চাই যে, ড. বারকাতের এই বই আপনারা সবাই যেভাবে নিবিড়ভাবে পড়েছেন, সেটা আমাদের সবার জন্যই সাহসবর্ধক। আমাদের সম্ভটির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করেছে। আমি আশা করি, এই মনোযোগ যদি বজায় থাকে, তাহলে তিনি যেসব বিষয় আমাদের প্রস্তাব করেছেন, সেসব বিষয় ভবিষ্যতে আমরা আমাদের পরিশ্রম, কাজ ও সেবায় অধিকতর ফলপ্রসুভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হব বলে আমি মনে করি।

- *'কর ব্যবস্থা' একধরনের দাসত্ব।*

ম. খা. আলমগীর: কর ব্যবস্থার উৎপত্তির ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে ড. বারকাত তাঁর গ্রন্থে যে কথা বলেছেন অর্থাৎ আমরা যে অসম সমাজব্যবস্থায় বাস করি, এই করব্যবস্থা তার উদ্ভাবন। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে তারই উদ্ভাবন। তবে হ্যাঁ, এই উদ্ভাবিত ব্যবস্থা ছাড়া উদ্বৃত্ত সম্পদ যে গোষ্ঠীর কাছে আছে, তার কাছ থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণে আহরণ করতে সক্ষম হতাম না। এই করব্যবস্থা উন্নত করা ও সংস্কারের সুযোগ যথেষ্ট বিস্তৃত। কিন্তু এই করব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারব, সমাজব্যবস্থা পরিচালন করতে পারব, এটা বোধহয় আমরা বলছি না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের তরফ থেকে যেসব প্রস্তাব, সেগুলো যদি আমরা উত্থাপন করি, তাহলে তা সবার জন্য অনুধাবন করা সহজ হবে।

- *ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশত।*

- **ম. খা. আলমগীর:** ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা নিশ্চিতভাবে হচ্ছে। ধর্মকে যাতে কোনোভাবে কখনো রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা না হয়, তার দিকে আমাদের প্রখর দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং একটি ধর্মান্ধ রাষ্ট্র-সমাজ যাতে সৃষ্টি না হয়, সে জন্য প্রখর নজর রেখে আমরা যাতে সবার অধিকারসমৃদ্ধ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র সৃষ্টি ও পরিচালন করতে পারি, সে জন্য আমাদের অনুশাসন আছে সংবিধানে। এই বক্তব্যের নির্যাসকে আমি স্বাগত জানাই।

- *শোভন সমাজ বিনির্মাণে এ বছরের বাজেট কতটুকু কাজে লাগবে।*

ম. খা. আলমগীর: এখানে আমি দুটি কথা বলতে চাই। প্রথমত, ড. বারকাত যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো অনুযায়ী আমাদের পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে—এমন কথা কিন্তু আমরা গ্রহণ করছি না। হ্যাঁ, তিনি আমাদের ধাক্কা মেরেছেন, ধাক্কা মেরে ইতিমধ্যে যা করণীয় ছিল, তা যে আমরা করিনি তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ জন্য তাঁকে আমরা স্বাগত জানাই। এবং সে লক্ষ্যে আমরা গত বছরের বাজেটের তুলনায় এ বছরের ঘোষিত বাজেটে বেশি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি। আমরা এও মনে করি যে, শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবার তরফ থেকে করণীয় কাজ যদি আমরা আংশিকভাবেও সম্পন্ন করতে সক্ষম হই, তাহলে ২০২২-২৩ সালে আমরা অধিকতর নিষ্ঠা ও পারঙ্গমতা নিয়ে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হব।

- *অর্থনীতিশাস্ত্র নিয়ে গুরুতর পুনর্ভাবনা জরুরি।*

ম. খা. আলমগীর: যে মাত্রায় বা যে অবয়বে তথাকথিত ধনবাদী সমাজে এই বিত্তবানেরা আছেন, তাদের কর্মতৎপরতা যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে বলতে হয়—কিছু ক্ষেত্রে তারা আছেন। এই যে ব্রিটেনের কর্নওয়ালে জি-৭ জোটের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছে, সেখানে কোভিড নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ সামগ্রিকভাবে নেওয়া যায়, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেলিন্ডা গেটস একটি ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের কেন্দ্র করেছেন। ভারতের টাটার কলকারখানায় কিন্তু শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব আছে, সেখানে শ্রমিক ধর্মঘট হবে বলে আমরা মনে করি না। ধনবাদী ব্যবস্থা সর্বদা দারিদ্র্যের প্রতিকূলে কাজ করে তেমনটা বলা সব ক্ষেত্রে সত্য হবে না।

অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থার সংস্কারের যে প্রস্তাব ড. বারকাত করেছেন, সে প্রস্তাবগুলো আমরা ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করে যাব। কিন্তু গ্রহণ করার আগে ইতিমধ্যে যে ব্যবস্থা আমাদের ইতিবাচক ফল দিয়েছে, সেগুলো উপড়ে ফেলে দেব—সেটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

- *চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে, সরবরাহ বাড়লে দাম কমে—এ এক মহাভ্রান্ত তত্ত্ব।*

ম. খা. আলমগীর: এটা সমকালীন অর্থবিজ্ঞানের সূত্র। এটা নিয়ে নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। তেমনিভাবে চাহিদা কমলে দাম কমে যায়, এটাও কিন্তু সমকালীন অর্থশাস্ত্রের যে বিশ্লেষণ, সেখানে প্রতিভাত নয়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের বিশ্লেষণ করে অমর্ত্য সেন নোবেল পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে যোসেফ স্টিগলিজ যে কথাগুলো বলেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে দেখব যে, এখানে চাহিদা বা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে অন্য যেসব অর্থনৈতিক হাতিয়ার আছে, সেগুলো যদি সঠিকভাবে আমরা প্রয়োগ করতে সক্ষম হই, তাহলে প্রথাগতভাবে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে কিংবা চাহিদা কমলে দাম কমবে—এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এবং এই বিশ্বাস গ্রহণ না করে আমাদের রাষ্ট্রের তরফ থেকে আর্থসামাজিক যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা দরকার, তার জন্য আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

যতটা সম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আমি সবশেষে জোর দিয়ে বলতে চাই—ড. বারকাত যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার যে ধরনের বিশ্লেষণ—আর্থসামাজিক বিশ্লেষণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে, বাংলাদেশের বিগত ৫০ বছরের ইতিহাসে এই দেশে এই সমতুল্য বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে উপস্থাপিত হয়নি।

আমাদের সমাজকে সংস্কার করতে হবে, আমাদের রাজনীতিকে সংস্কার করতে হবে, আমাদের সকলের জীবনমান উন্নয়ন করতে হবে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সকল গ্রহণযোগ্য তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে সামষ্টিক অর্থব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত বাংলাদেশের গত ৫০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ জন্য আমাদের সকলের তরফ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।